সপ্তম দার্‌স

الدرس السابع

জাহান্নাম ও তার শাস্তিঃ

النار وعذابها

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٤]

"সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বরা২ ৪) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

"তোমাদের এ আগুন যা আদম-সন্তানেরা জ্বালায়, তা হলো দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটাই তো (জ্বালানোর জন্য) যথেষ্ট ছিল।তিনি বলেন, উত্তাপ ও গরমে ৬৯গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দোযখের আগুনে, সবারই জ্বালানী শক্তি একই।" (বুখারী ৩২৬৫-মুসলিম ২৮৪৩)

জাহান্নামেরর সাতটি স্তর। প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের শাস্তি থেকে কঠোর। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। এর শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠোর। কাফেরদের শাস্তি দোযখে অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না।বরং যতবারই জ্বলে পুড়ে যাবে পুনরায় অধিকতর শাস্তি ভোগ করার জন্য চামড়া পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে।" (নিসা ৫৬) তিনি আরো বলেন, "আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করাও হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।"(সূরা ফাত্বির ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে ও গলায় বেড়ী পরানো হবে। মহন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।"(সূরা ইব্রাহীম৪৯-৫০) জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থকবে। যেমন ফুটে গরম পানি।" (সূরা দুখান৪৩-৪৬) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসটিও জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা ও প্রচন্ডতা এবং জান্নাতের সুখ বিলাসের মহত্ত্ব খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভোগ-বিলাস এবং সুখ ও আনন্দ উপভোগকারী জাহান্নামী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষেপ ক'রে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনোও সুখ শান্তি ভোগ করেছ? সে বলবে,না, আল্লাহর শপথ! হে আমার প্রতিপালক! সুখ শান্তির ছোঁয়া আমি কখনো পাইনি। অনুরূপ- ভাবে জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মাত্র জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি দুঃখ ও ক্লেশ বলতে কিছু ভোগ করেছিলে? সে বলবে,না, আল্লাহর শপথ! হে অমার প্রতিপালক! আমি কখনোও দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিনি।" (মুসলিম ২৮০৭) কাফের জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ভুলে যাবে। অনুরূপ মু'মিনও জান্নাতে সামান্য ক্ষণের জন্য প্রবেশ করেই দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দরিদ্রতা ও কঠিনতা সব ভুলে যাবে।